দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... APR...1 2 1999 ..
পৃষ্ঠা 7 কলাম 8 ..

27

দাতারা কড়া মনোভাব নিয়ে সরকারের মুখোমুখি হবে প্যারিসে, ১৮ এপ্রিলের হরতালও ভালভাবে নিচ্ছে না

আমান-উদ-দৌলা

মোটামুটি কড়া মনোভাব নিয়ে দাতারা ১৯ এপ্রিল প্যারিস বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। অন্য দিকে, এই প্যারিস বৈঠককে সামনে রেখে আগের দিন ১৮ এপ্রিল বিরোধী দলের হরতালকেও ভালভাবে নিতে পারছে না দাতাগোষ্ঠীগুলো। দু'তরফের সঙ্গে মতবিনিময়ের মধ্যদিয়ে দাতারা কোন ফল না পেয়ে একটা ক্ষুব্ধ মনোভাব নিয়েই প্যারিসে সাহায্য বিষয়ক আলোচনায় বসছে। মাঝখানে মাত্র এক সপ্তাহে কোন তরফে কোন দিক থেকে কোন সমঝোতার সম্ভাবনাও নেই। কেবল মেট্রোপলিটন চেম্বারের সঙ্গে রবিবার ইউরোপীয় কয়েকটি দেশের দাতা-কূটনীতিকদের মতবিনিময়সভায় সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ব্যবসায়ীরা সরকারকে উদ্যোগী হবার অনুরোধ

(১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

দাতারা কড়া (প্রথম পাতার পর)

জানিয়েছেন। এটাই সম্ভবত কূটনীতিকদের শেষ উদ্যোগ। মাঝখানে পহেলা বৈশাখ এবং শুক্র-শনি সরকারী ছুটি, রবিবার হরতাল। সবাই বরং প্যারিস এইড ক্লাবের বৈঠকের জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বলাবাহুল্য, এবার কোন সাহায্যের অঙ্ক ঘোষণা করা হবে না বিশ্বব্যাংক প্রকাশ্যেই জানিয়ে দিয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি সামলানো, পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর এবং প্রধানমন্ত্রীর ইউনেস্কো পুরস্কার প্রাপ্তিকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার পরও বিশ্বব্যাংক নির্দেশিত ১৮টি মূল চ্যালেঞ্জই হবে এবারের বৈঠকে আলোচ্য বিষয়। যার মূল কথা প্রশাসনিক-আর্থিক-সামাজিক খাতে সংস্কার এবং সুশাসন প্রশ্নে সরকারকে কিছু কাজ এগিয়ে নিতে হবে, তবেই ডিসেম্বরে অগ্রগতি দেখে অর্থ দেয়া হবে। সরকারকে হোমওয়ার্ক করে দেখাতে হবে। তবে জানা গেছে, সরকারও এবার বেশ প্রস্তুতি নিয়ে প্যারিস যাচ্ছে। কোন্ ক্ষেত্রে কিভাবে এগুতে চাইছে--

অর্থমন্ত্রী এবং ইআরডি সচিব রাতদিন এখন ব্যস্ত একটি বিশ্বাসযোগ্য কর্মকৌশল তৈরি করা নিয়ে। ইতোপূর্বে এরশাদ, বিএনপি আমলের অর্থমন্ত্রীসহ বর্তমান অর্থমন্ত্রী প্যারিসে গিয়ে প্রতিবছর কেবলই অঙ্গীকার করে এসেছেন, এই করব ঐ করব বলে। কিন্তু পরের বছর আবার নানান কৈফিয়ত দেখিয়ে নতুন করে অঙ্গীকার করে আসা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বিশ্বব্যাংক এবার থেকে কৌশল নিয়েছে এপ্রিলে কোন অঙ্ক ঘোষিত হবে না। সরকারের উদ্যোগ দেখে নিয়ে ডিসেম্বরে ঐ খাতগুলোতেই অর্থসাহায্য দেবে দাতারা। এক কূটনীতিক বাংলাদেশের কোন এক অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্যারিস বৈঠকে ঘোষিত অঙ্ক সরকারী প্রচার মাধ্যমে ম্যানিপুলেট করেছেন, এমন অভিযোগও করেছেন।

এবারের বৈঠকশেষে বিশ্বব্যাংক প্যারিসে বসেই ঢাকায় ভিডিও প্রেস কনফারেন্স করার চিন্তা করবে। ঢাকার সাংবাদিকরা প্যারিসে অবস্থানরত দাতাগোষ্ঠীর কর্মকর্তাদের সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবেন। ভিডিও স্ক্রীনে প্যারিসের কর্মকর্তাদের দেখা যাবে। তাঁদের জবাব শোনা যাবে। ব্যাখ্যা এবং বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্যই এই ব্যবস্থা হচ্ছে বলে দাতাদের একটি সূত্র জানিয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মেট্রোপলিটন চেম্বারের বৈঠক

গতকাল রবিবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের ৭টি দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে ঢাকা মেট্রোপলিটন চেম্বারের মধ্যে এক রুদ্ধদ্বার মতবিনিময় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে এবারের প্যারিস বৈঠকে দাতাদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য লাভ সহজ হবে না বলে উল্লেখ করা হয়। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি, আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি ও হয়রানি, সেই সঙ্গে রাজনৈতিক সহিংসতা ও অস্থিতিশীলতা বিষয়ে ব্যবসায়ীরা এবং দাতা-প্রতিনিধিরা সরকারের উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। ইউরোপীয় কূটনীতিকরা বলেছেন, সরকারের ব্যর্থতার জন্য কেবলমাত্র বিরোধী দলগুলোকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। তাদের মতে, সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এবং সার্বিক বিশৃঙ্খলায় অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং দুর্নীতিমুক্ত ব্যবসা একই সঙ্গে চালানো সম্ভব নয়। বিদেশী বিনিয়োগকারীরাও এসব হয়রানির শিকার হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। এ জন্য সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। এদিকে মেট্রোপলিটন চেম্বারের নেতা মাহবুব জামিল বিবিসিকে গত রাতে জানান, রাজনীতিতে সংঘাত, অস্থিতিশীলতা, আমলাদের দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলার অবনতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তিনি সরকারকে এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য ৫ দফা সুপারিশ পেশ করেন।

মাহবুব জামিল তাঁর পাঁচ দফা সুপারিশে বলেন, বিরোধী দলকে গণমাধ্যমে সপ্তাহে ২/৩ ঘণ্টা তাদের মত প্রকাশের সুযোগ প্রদান, প্রশাসন এবং পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে তা নিশ্চিত করতে হবে; নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম এবং পক্ষপাতহীনতা যদি চ্যালেঞ্জ হয় তাহলে সরকারকে তা বিবেচনায় নিয়ে আসা, রাজনৈতিক সংলাপ শুরু এবং বিরোধী দলের কোন হরতাল না দেবার অঙ্গীকার করা।